কালের কণ্ঠ

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তি স্নেহময়ী মা : আনিসুল হক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক বলেছেন, পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় শক্তি হল স্নেহময়ী মা।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে সব মা স্বপ্ন নিয়ে বসে আছেন। প্রতিটি মা তার সন্তানদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন সারাজীবন। তাই মায়ের কোনো বিকল্প নেই।

মেয়র আনিসুল হক আজ রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসে মাইলস্টোন কলেজের ২০১৫ সালের একাদ্বশ শ্রেণীর নবীনবরণ, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাইলস্টোন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা কর্নেল (অব.) নুরন নবী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সহিদুল ইসলাম, কলেজের প্রশাসনিক অধ্যক্ষ লেফটেনেন্ট কর্নেল (অব.) এম, কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, প্রশাসনিক পরিচালক মো: মাসুদ আলম, পাবলিক রিলেশন অফিসার (পিআরও), শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস মারিয়া ও শাহ বুলবুল। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী সহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মেয়র আনিসুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের জীবন অনেকটা স্বপ্নের মত। এখন থেকে তোমরা জীবনের একটা স্বপ্ন স্থির কর। স্বপ্ন স্থির থাকলে পৃথিবীতে কোন শক্তি নেই তোমাকে সেটি থেকে আটকে রাখতে পারবে।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের জন্য বাইরের অনেক বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

মেয়র আনিসুল হক বলেন, একটি শক্তি সব সময় প্রতিটি মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে। আর সেটি হল মায়ের দোয়া। তোমরা সেই স্বপ্নটাকে এখন থেকে নতুন করে সাজাও। তাহলে জীবনের উন্নতি করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মেয়র বলেন, বিনয়ী মানুষকে বড় করে। বিনয়ী মানে দুর্বলতা নয়। তোমরা বিনয়ের সাথে আগামী দিনে আরো এগিয়ে যাও।

মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: সহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, ২০০২ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে কলেজে সাড়ে ৭ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে এবং তাদের পাঠদানের জন্য সাড়ে তিনশ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন।

মাইলস্টোন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা কর্ণেল (অব.) নুরন নবী বলেন, পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। সেই সাথে লেখাপড়ার ও কোন বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠান শেষে কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ, দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, নাটিকা এবং কৌতুক পরিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।